

হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের কথা

মাহমুদ বিন নূর

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই রাব্বুল আলামিনের জন্য— যিনি আমাকে এই কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন।

মানুষের হৃদয় এক অদ্ভুত জগৎ। বাইরের কেউ এর খবর রাখে না। এমনকি মানুষ নিজেও অনেক সময় নিজের হৃদয়ের খবর রাখতে পারে না। তার ভেতরে কী ঘটছে, সে টেরই পায় না। আমরা প্রতিদিন কথা বলি—পরিচিতদের সাথে, অপরের সাথে, আপনজনদের সাথে। কিন্তু নিজের সাথে? নিজের হৃদয়ের ভেতরকার ডাক কি আমরা শুনি? সে কী বলতে চায়, কী শুনতে চায়—এসব কি আমরা ভেবে দেখি?

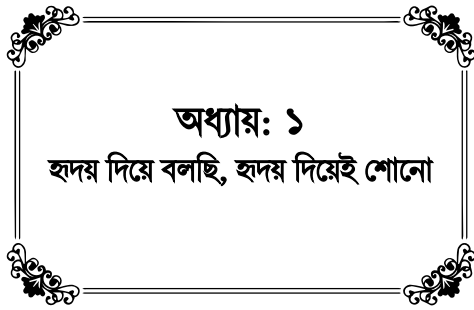
এই বইটি লেখার প্রেরণা এসেছে ঠিক এখান থেকেই। আমি ভেবেছি, এমন একটি মাধ্যম থাকা দরকার, যেখানে মানুষ নিজের হৃদয়ের সাথে আলাপ করতে পারবে। এমন কিছু লেখা, যা পড়তে পড়তে মনে হবে—কেউ যেন আমার ভেতরের কথাগুলোই এখানে লিখে দিয়েছে।

জীবনে মানুষ অনেক কিছু খোঁজে। কেউ খোঁজে সাফল্য, কেউ খোঁজে স্বস্তি, কেউ খোঁজে ভালোবাসা। কিন্তু খোঁজার সবচেয়ে বড় জায়গা হলো—নিজেকে খোঁজা। আমি কে? আমার ভেতরে কী আছে? আমি আসলে কী চাই? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই মানুষ বারবার নিজের ভেতরের দরজায় কড়া নাড়ে। আমি বিশ্বাস করি, এ বই সেই দরজার সামনে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেবে, ইনশাআল্লাহ। ‘হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের কথা’—এই বইয়ের প্রতিটি লেখা আমার নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা আর ভেতরের যাত্রার অংশ। কিছু লেখা এসেছে নিঃসঙ্গতা থেকে, কিছু এসেছে দুঃখ থেকে, আবার কিছু এসেছে আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামত ও প্রাপ্তির খুশি থেকে।

এই লেখাগুলোকে আমি কী নামে ডাকব, সত্যি বলতে আমি জানি না। এগুলো কি গদ্য, নাকি পদ্য, নাকি গল্প—তা আমি আলাদা করে বিশ্লেষণ করব না। শুধু বলব, এই লেখাগুলো আমার হৃদয়ের কথা। আমি আমার হৃদয়ের সাথে যে কথোপকথন করেছি, তারই প্রতিধ্বনি এখানে রেখেছি। তাই গদ্য হোক, পদ্য হোক কিংবা গল্প—আপনার কাছে যেন এগুলো হৃদয়ের কথা হয়, সেভাবেই পড়বেন।

পাঠকের প্রতি আমার অনুরোধ—এই বইটিকে শুধু পড়বেন না, বরং অনুভব করবেন। প্রতিটি শব্দকে নিজের ভেতরের আয়নায় রেখে দেখবেন, প্রতিটি বাক্যকে নিজের হৃদয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন। যখন হৃদয় দিয়ে পড়বেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন, তখন নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অনেক গোপন কথাও হয়তো আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মাহমুদ বিন নূর
লেখক, গবেষক ও চিন্তক
০৯/০৯/২০২৫—খ্রিষ্টাব্দ



অধ্যায়: ১
হৃদয় দিয়ে বলছি, হৃদয় দিয়েই শোনো



আমরা যা ভাবি, তা সব সময় সত্য হতে হবে—এমন তো কোনো কথা নেই। যা চাই, সব সময় তা পেতেই হবে—এমনও কোনো কথা নেই। কিছু ভাবনা সত্য না হোক, কিছু চাওয়া পূর্ণ না হোক। এই অবাস্তব ভাবনা, আর অপূর্ণ চাওয়া—নতুন করে ভাবতে এবং চাইতে বাধ্য করবে। আর এই চাওয়া আর ভাবনাটাই আমাদের জন্য উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে।



জীবন চলার পথে একজনকেই প্রয়োজন—তিনি হলেন আমাদের রব। তিনি এমন, যিনি আমাদের হুকুম করেন। আমরা তাঁর হুকুম মান্য করি। কে কী বলল, কে কী ভাবল—এসব গায়ে মাখার প্রয়োজন নেই। নিজের মত করে চলুন। অন্যের কথা, অন্যের সমালোচনা, অন্যের কটু কথা যেন আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে সরাতে না পারে। নিজ লক্ষ্যে অটল থাকুন। সঠিক পথে চলুন। আর নিজেকে উৎসর্গ করুন রবের কাছেই।

যদি আপনি আপনার রব'কে পেয়ে যান, তবে আর কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই। যা লাগে, তা পারিপার্শ্বিক। এগুলো এমনি এমনি পাওয়া যায়। এগুলো পেতে গিয়ে তাঁকে হারাবেন না, যাঁকে ছাড়া আপনি কিছুই নন। তাঁকেই খুঁজুন—আপনার চিন্তায়, আপনার চেতনায়, আপনার কাজে ও আমলে।



দুঃখ আসলে কোথা থেকে আসে? মানুষ কি দুঃখ নিয়ে জন্মায়, নাকি এটা তার কর্মের ফল? বলা হয়—দুঃখ হলো মানুষেরই কর্মফল। দুঃখ হলো সেইসব ভুলভ্রান্তির ফল, যা আমরা নিজেরাই করি। মোটকথা, দুঃখ মানেই আমাদের ভুল আর অন্যায়ের প্রতিফল। যার ভুল কম, তার দুঃখও কম। যার ভুল বেশি, তার দুঃখও বেশি। আমি দেখেছি—খেটে খাওয়া সং মানুষের মাঝে সীমাহীন আনন্দ, আবার দেখেছি রাজপ্রাসাদে থাকা কোটিপতি মানুষের জীবনেও সীমাহীন দুঃখ।



সুযোগসন্ধানী হবেন না। যে আপনার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে, আপনিও তার পাশে দাঁড়ান। তাকে ব্যবহার করবেন না। ব্যবহার করে তাকে চিরদিনের জন্য হারাবেন না। আজ যে মানুষটা আপনাকে সাহায্য করছে, কাল হয়তো সে আর পাশে থাকবে না। আর সেই না থাকার কারণ যদি খুঁজতে যান, দেখবেন—সেটা আপনারই ভুল। আপনি তাকে সহযোগী না ভেবে, তাকে ব্যবহার করার বস্তু বানিয়েছিলেন।



যে যেমন, সে মানুষকেও তেমনই ভাবে। যে নিজে ভালো, সে মানুষের প্রতিও ভালো ধারণা রাখে। আর যে নিজেই খারাপ, সে অন্যকেও খারাপ ভাবে। তাই আপনার ভালো বা মন্দ—মানুষের কাছে প্রমাণ করতে যাবেন না। নিজের গুণাবলি নিয়ে কারও কাছে গল্পও করবেন না। মানুষ আপনার চারিত্রিক সার্টিফিকেট দেবে—এমন আশাও রাখবেন না। শুধু সৎ থাকুন, সততার ওপর ভরসা রাখুন। ভালো হওয়ার চেষ্টা করুন, ভালো থাকার চেষ্টা করুন। আর তাদের থেকে দূরে থাকুন—যারা সব সময় আপনার দোষ খুঁজে বেড়ায়।



আজ যারা কাঁদে, কাল তারা হাসবে। আজ যারা হাসে, কাল তারা কাঁদবে। এটাই নিয়ম। এটাই রীতি। জগতের কোনোকিছু একপাক্ষিক হয় না। সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। হাসি-কান্নার আড়ালেই জীবন। জীবন বহন করে হাসছেন যখন, কাঁদার দায়িত্বও আপনার। তাই, যখন কান্নার পালা আসবে, তখন হাসিমুখে মেনে নিন।



দুঃখের কথা সবাইকে বলা যায় না। দুঃখের কথা সবাইকে বলবেনও না। কিছু মানুষ আপনাকে সান্ত্বনা দিলেও, অধিকাংশ মানুষ আপনার পিঠ-আড়ালে মজা করবে। মনে রাখবেন, আপনার দুঃখ একান্ত আপনারই। দুঃখের কথা সবাই শুনলেও, তার ভাগ কেউ নিতে চাইবে না। তাই কাউকে দুঃখের কথা বলে দুঃখ কমাতে যাবেন না। অনেকেই বলে, দুঃখ শেষার করলে নাকি দুঃখ কমে—বকওয়াস কথা। দুঃখ শেষার করলে কমে না; বরং নতুন দুঃখের ভিত তৈরি হয়।



তার ব্যবহারে ছিল এক অদ্ভুত নাজাকত—যা নিঃশব্দে মন কেড়ে নিত। তার চরিত্রে এমন খুশবু ছিল, যা প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে আকৃষ্ট করত। তার একটুখানি নজরেই হাসত আমার মরা দিল। ফলে সারাক্ষণ তার খেলালাত আমায় ঘিরে রাখত। আর এই খেলালাতই তাকে পাওয়ার তামান্না জাগিয়ে তুলত অন্তরে।

আমি কখনো মায়ূস হইনি, বরং তাওয়াক্কুলে ছিলাম। আমি জানতাম, সে আমার ইস্তেজারে বসে আছে। তার দিল-এ-দরিয়া এখনও জেগে আছে। নিঃশব্দে ধ্বনিত হচ্ছে একজন প্রিয়জনের আওয়াজের ইস্তেজার।



অভিযোগ যে করব, কী নিয়ে করব? কাকে নিয়ে করব? তোমার দোষ বর্ণনা করব, নাকি আমার? তুমি কি সত্যিই দোষী, নাকি আমি—ই সব দোষ কাঁধে তুলে নিয়েছি? তোমার দোষে আমি দোষী, নাকি আমার দোষেই আমি দোষী—এই উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই হয়তো জীবন কেটে যাবে।

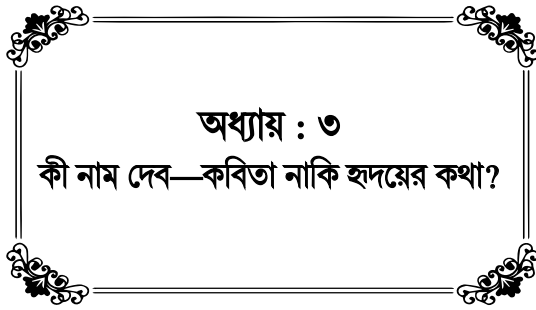


দুঃখগুলো কার কাছে বলব? তাদের কাছে—যারা দুঃখ শুনে হাসে? নাকি তাদের কাছে—যারা দুঃখ কিনে উপহাস করে?

এজন্যই দুঃখের কথা কাউকে বলি না। বুকের ভেতর চেপে রাখি। আর যদি বলতেই হয়, একজনের কাছেই বলি। তিনি আমাদের সেই পালনকর্তা, যিনি দুঃখের ভাষা বুঝেন। তিনি ব্যতীত দুঃখের ভাষা বোঝার সামর্থ্য আর কারোর নাই।



দেখা হওয়ার কথা ছিল, দেখা আর হলো না। অবশেষে সাক্ষাৎ হলো—কবরে শায়িত করার সেই ভয়ংকর মুহূর্তে। আমি ভেবেছিলাম—তার সাথে গল্প করব, আড্ডা দেব। কিন্তু তার জন্য জানাজায় দুআ পড়ব—এটা কি কল্পনাতেও ছিল?



অধ্যায় : ৩
কী নাম দেব—কবিতা নাকি হৃদয়ের কথা?



তোমার অপেক্ষায় কত যুগ কেটে গেল।
তবুও কি বলবে—আমি অধৈর্য?
পাওয়ার আগেই ভেঙে পড়া মনটা দেখে বুঝে নাও—
আমি দুর্বল নাকি শক্ত।



আসার তো কথা ছিল না,
তবু আসলাম,
তোমাকে না পেলেও—
আমি আমাকে পেলাম।



মদিনা তো বহুত দূর,
তুমি তো দূরে নও।
আছো খুব কাছে—
আমার বুকের বা পাশে।



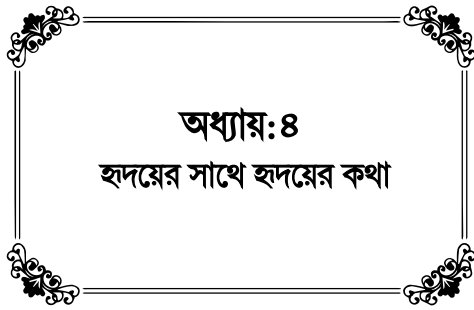
এসেছ যখন আমার ঘরে, থেকে যাও—
এক বেলা না হোক, এক প্রহর হলেও, থেকে যেও।



ভালো আছি কিনা—
জানতে চাইনি কোনোদিন।
তোমরা ভালো আছো কিনা—
জানতে চেয়েছি সব সময়।
এজন্যই কি আমি একা?
সব সময় অন্যের খোঁজ নেওয়া—
এটাই কি নিঃসঙ্গতার কারণ?



প্রসঙ্গ যখন পরিবর্তনের,
তখন আমি কি নিজেকে পরিবর্তন করব,
নাকি আমার “আমি”-টাকেই?



অধ্যায়: ৪
হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের কথা



- নিজের সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?
- না, নিজের সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।
- কবে হবে?
- যখন সমাজে লাশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করব।



- তোমার নীরব মন বোবা সেজে আছে কেন?
- চোখের ভাষাই তো বোঝা না, মনের ভাষা বুঝবে কীভাবে?



- নিজের দিকেও একটু তাকিয়ো।
- নিজের দিকে তাকিয়ে কী করব?
- কেন, কিছু দেখতে পাও না?
- দেখতে পাই, কেবল পাপ আর বেদনায় মোড়ানো কিছু অনুভূতিই।



- বৃষ্টি আসে না কেন?
- মেঘ জেনে গেছে—তোমার-আমার বিচ্ছেদের কথা।



- কীসের ইন্তেজার?
- আন্তরিক সুকুনের।
- অপেক্ষা কি অন্তরের সুকুন আনে?
- মৃত্যুর চেয়ে আন্তরিক সুকুন আর কী হতে পারে?



- অপেক্ষা করতে কেমন লাগে?
- অপেক্ষা খুবই বিষাক্ত, খুবই বিরক্তিকর। তবুও অপেক্ষা করি, কারণ অপেক্ষার মাধ্যমেই আমি আমার মহব্বতের শক্তির পরিমাপ অনুভব করতে পারি।



- এই নির্জন পথ ধরে নিঃসঙ্গ হয়ে হাঁটছো কেন?
- নিঃসঙ্গতা আমার ভালো লাগে।
- নিঃসঙ্গতাই যদি এত ভালো লাগে, তাহলে পৃথিবীতে এত সম্পর্ক, এত সঙ্গ-সাধনের প্রয়োজনটাই-বা কেন?
- আপনাদের জন্য। আপনারা একজন আরেকজনের সঙ্গ দেন। আমি না হয় আমার সঙ্গ নিয়েই চলি।



- কেমন আছো, সব ঠিকঠাক?
- নিঃশ্বাস নিচ্ছি। শ্বাস চলমান।
- মানে, এটা কেমন উত্তর?
- রুহটা বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু দুনিয়া তাকে টেনে রাখে। এই দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে করতে আজ আমি বিধবস্ত, বাকি রইলো কেবল নিঃশ্বাস।



- আসো দুঃখের গল্প করি।
- সুখের কেন নয়?
- সুখের গল্প তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। দুঃখের গল্প শেষ হতে চায় না। আমি চাই, আমাদের গল্পটা দীর্ঘ হোক।



- তুমি কি সত্যি আমায় আগলে রাখবে?
- কেন, বিশ্বাস হয় না আমায়?
- কীভাবে বিশ্বাস করি, বলো?
- তোমাকে পাওয়ার তামান্না বুকে নিয়ে নিজের কত খাহিশ কুরবান করেছি। তবুও কি তুমি ভাবো, আমি তোমাকে অযত্নে ফেলে রাখব?